দৈনিক ইত্তেফাক

03 SEP 1998

তারিখ ... 03 SEP 1998
পৃঃ ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা '৯৮-এর পাসের হার প্রায় ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ পরীক্ষায় অংশ নেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেকের বেশী পাস করতে পারেনি বা ফেল করেছে। শিক্ষা জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় ফেল করার গ্লানি খুবই দুর্বিষহ। প্রতিটি পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। হতাশা ও ক্ষোভে নিমজ্জিত হয় দরিদ্র পিতা-মাতা। দীর্ঘ দশ বছরের সাধনার প্রাপ্তিতে যদি আসে শূন্য তাহলে তা যে কী পরিমাণ বেদনাদায়ক ও দুঃখময় হতে পারে কেবল ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারে। অনেক সময় ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। ক্ষোভে, হতাশায় অনেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে, বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে প্রতিবছরই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাস করা অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ৩৩ বা ৪৫ করে নাম্বার তোলা কী খুব কঠিন? আর ব্যাপকহারে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল করার জন্য কে দায়ী? অবশ্যই এক্ষেত্রে দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীর উপর। পরীক্ষার্থী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীটিই বেশী দায়ী। এক একটি পাবলিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রায় দুই-আড়াই বছর সময় পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে দশ/বারটি বই ভালভাবে পড়া মোটেই কঠিন কিছু নয়। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা বিশেষ করে গ্রামের শিক্ষার্থীদের বছরের

পড়াশুনা

পরীক্ষায় পাস করা কী খুবই কঠিন

অধিকাংশ সময়ই বইয়ের সাথে সম্পর্ক থাকে না। আড্ডায় বা অপ্রয়োজনীয় কাজে তারা সময় নষ্ট করে ফেলে। নামেমাত্র স্কুলে হাজিরা দেয় এবং বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেয়। ফলশ্রুতিতে ভাগ্যে জোটে ফেল। তাই ভবিষ্যৎ পরীক্ষার্থীদের বলি- প্রতিদিন ন্যূনতম তিন/চার ঘন্টা করে পড়ুন। ফেল করার কষ্ট সহ্য করার চাইতে পড়াশুনা করা অনেক উত্তম বলে বোধ করি। ইতিমধ্যে ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয়েছে। আগামী ৪ঠা মার্চ '৯৯ তারিখে পরীক্ষা শুরু হবে। নূতন নিয়ম অনুযায়ী আগামী বছর অর্থাৎ '৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নভিত্তিক না হয়ে বোর্ড ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৯৯৭ ও ৯৮ সালের অকৃতকার্য কিংবা অন্য কোন কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি এমন ছাত্র-ছাত্রীরা শেষবারের মত '৯৯ সালে পুরাতন সিলেবাস (১৯৯৭ সালের সিলেবাস) অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। সুতরাং পরীক্ষার্থী বন্ধুরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন। প্রতিটি বই প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ পড়ুন। এতে আপনি নৈর্ব্যক্তিক অংশে ভাল নাম্বার তুলতে পারবেন। সাজেশান অনুযায়ী গুটিকয়েক প্রশ্ন মুখস্থ করুন; অন্যান্য সব প্রশ্নের উপর ধারণা নিন। ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের জন্য প্রতিদিন সময় দিন। নিয়মিত দু'চারটি করে অংক কষুন। ইংরেজী পাঠ্যবইটি- অর্থ বুঝে পড়ুন। নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করুন। দেখবেন পাস করা অর্থাৎ ৩৩% বা ৪৫% নাম্বার তোলা আপনার জন্য কঠিন হবে না। আপনি দশ-বার বছর অভিভাবকের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা খরচ করে পড়ালেখা চালিয়ে যাবেন, কিন্তু শিক্ষা জীবনের প্রথম পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন না- এমনটি কোনমতেই কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই সময় থাকতে 'আদা জল খেয়ে লেগে' যান।

❑ মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন